মজিদপুরে ঋষি পল্লীতে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ;
আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষনা

যশোরের কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর ঋষি পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনে ব্যর্থতার প্রতিবাদে শহীদ দৌলত বিশ্বাস চত্বরে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২১ নভেম্বর ২০১০ ইং রবিবার বেলা ৪.০০ টায় পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী বাংলাদেশ দলিত পরিষদ যশোর জেলা শাখা, কেশবপুর উপজেলা শাখা ও কেশবপুর নাগরিক সমাজের যৌথ আয়োজনে হাজার হাজার দলিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মজিদপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এরশাদ মল্লিক। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ দলিত পরিষদের সভাপতি উদয় দাস, সাধারন সম্পাদক অশোক দাস, কেশবপুর নাগরিক সমাজ ও যশোর জেলা ওয়াকার্স পার্টির নেতা এড. আবু বকর সিদ্দিকী, খুলনা জেলা দলিত পরিষদের সভাপতি কালিপদ মাস্টার, বাগেরহাট জেলা দলিত পরিষদের সভাপতি কলিদাস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ যশোর জেলা শাখার সাধরন সম্পাদক দীপঙ্কর দাস রতন, পূজা উদযাপন পরিষদ নেতা প্রশান্ত ঘোষ, অজ্ঞন সাহা, দেবেন ভাস্কর, এড. নিত্যানন্দ দে, পূজা উদযাপন পরিষদের কেশবপুর শাখার সভাপতি অসিত মোদক, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার ঘোষ মন্টু, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি সন্তোষ দাস, সাধারন সম্পাদক দুলাল সাহা, গাজী আবদুল করিম, রেজাউল হক, প্রভাষক মশিউর রহমান, কেশবপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আজিজুর রহমান, সিপিবির সাধারন সম্পাদক স্বপন মন্ডল, সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খান, রফিকুল ইসলাম মোড়ল, দলিত পরিষদের সমন্বয়ক বিকাশ দাস, বিশিষ্ট দলিত নেতা মিলন দাস, মফিজুর রহমান নান্নু, কপোতাক্ষ মহিলা সংস্থার পরিচালক সুফিয়া খাতুন, ভগ্নী নিবেদিতা মঞ্চ এর পরিচালক এড. রত্না দে, নির্যাতিত সুকুমার দাস, আশিস দাস এবং বাংলাদেশ দলিত পরিষদের কেশবপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক উজ্জ্বল দাস প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, ঋষি পল্লীতে পরিকল্পিতভাবে সন্তাসীরা অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার নেপথ্য নায়করা দিব্যি ভাল মানুষ সেজে প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে ফিরছে। বাংলাদেশ দলিত পরিষদের সভাপতি উদয় দাস তার বক্তব্যে বলেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে ঘটনার সাথে জড়িতদের পুলিশ গ্রেফতারে ব্যর্থ হলে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। নাগরিক সমাজ কেশবপুরের নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রয়োজনে ঢাকা গিয়ে মানববন্ধনসহ কেশবপুরের হরতালের মতো কর্মসূচি নিতে কুন্ঠাবোধ করা হবে না। অচিরেই ঘটনার নেতৃত্বদানকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জোর দাবি জানানো হয়। তারা আরও বলেন, বর্বরতার সীমা লংঘন করেছে সন্ত্রাসী সাইদ গং। সুতরাং সন্ত্রাসীরা যাতে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পার না পেতে পারে সে জন্য কেশবপুর-অভয়নগরের মাননীয় সংসদ সদস্য, হুইপ জনাব আবদুন ওহাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অতি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন ও আসামী গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার আহবান জানান। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ দলিত পরিষদের পক্ষে আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশের ৬৪ জেলা সদরে একযোগে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, ৯ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলনের ঘোষনা দেয়া হয়েছে। এরপরেও যদি ঋষি পল্লীতে হামলাকারী এবং তাদের মদদদাতাদের গ্রেফতারে প্রশাসন ব্যর্থ হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গণচিঠি প্রেরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশ দলিত পরিষদের পক্ষে মিলন দাস এ কর্মসূচি ঘোষনা করেন।